তারিখ ... 28 MAY 2016 ..
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...৬...

যুগান্তর

চাঁপাইনবাবগঞ্জে শুক্রবার বখাটের হাঁসুয়ার কোপে নিহত স্কুলছাত্রী কনিকা রানীর (ইনসেটে উপরে) স্বজনের আহাজারি। ইনসেটে নিচে ঘাতক মালেক যুগান্তর

বখাটের কোপে প্রাণ গেল স্কুলছাত্রীর

আহত ৩ সহপাঠী : ঘাতক আটক

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার মহিপুরে এক স্কুলছাত্রীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে এক বখাটে যুবক। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও তিন ছাত্রী। শুক্রবার সকাল সোয়া ৯টায় মহিপুর ডিগ্রি কলেজের পেছনের সড়কে এ ঘটনা ঘটে। নিহত কনিকা রানী ঘোষ (১৪) সদর উপজেলার দিয়াড় ধাইনগর গ্রামের লক্ষ্মণ ঘোষের মেয়ে। মহিপুর এসএএম দ্বিমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল সে। ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা ঘাতক বখাটে যুবক আবদুল মালেককে (২৮) গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে। সে বালুগাঁ দিয়াড় গ্রামের আবদুল লতিফের ছেলে। আহত তিনজন কনিকার সহপাঠী। এর মধ্যে একই গ্রামের আবদুল খালেকের মেয়ে তারিন আফরোজ (১৫) ও অরুণবাড়ী মহিপুর গ্রামের তাজেমুল হকের মেয়ে তানজিমা আক্তারকে (১৪) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং বেহুলা গ্রামের মোকবুল হোসেনের মেয়ে মরিয়ম আক্তারকে (১৪) স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, সকাল সোয়া ৯টার দিকে ওই চার ছাত্রী প্রাইভেট পড়ে বাড়ি ফেরার পথে মহিপুর ডিগ্রি কলেজের পাশের সড়কে বখাটে আবদুল ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

আহত মরিয়ম (বামে) ও তানজিলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন যুগান্তর

বখাটের কোপে প্রাণ গেল স্কুলছাত্রীর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মালেক তাদের ওপর পেছন দিক দিয়ে হামলা চালায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে হাঁসুয়া দিয়ে ওই চার ছাত্রীকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। এ সময় কনিকা রানী ঘোষ মাটিতে পড়ে গেলে মালেক তাকে হাঁসুয়া দিয়ে কোপাতে থাকে। মালেকের হাঁসুয়ার কোপে অন্য তিনজন তারিন, মরিয়ম ও তানজিমাও গুরুতর আহত হয়। তাদের আর্তচিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে তাদের উদ্ধার করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক কনিকা রানীকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত তিনজনের মধ্যে তারিন ও তানজিমাকে রামেক হাসপাতালে এবং মরিয়মকে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শামসুল আলম জানান, নিহত কনিকার শরীরে একাধিক জখমের চিহ্ন রয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণেই কনিকার মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে নেয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানান তিনি।

এদিকে ঘটনার পর স্থানীয়রা ঘাতক আবদুল মালেককে আটক করে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ওসি মাজহারুল ইসলাম জানান, আবদুল মালেক একজন নেশাগ্রস্ত। তবে ঘটনার মূল কারণ জানা যায়নি। ওসি আরও জানান, ঘাতক মালেক মাদক সেবনের অপরাধে এর আগে ভ্রাম্যমাণ আদালতের দেয়া তিন মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেছে।

এ ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মহিপুরে। নিহত কনিকার বাড়িতে চলছে শোকের মাতম। বড় মেয়েকে হারিয়ে বাকরুদ্ধ মা অঞ্জলি রানী ঘোষ। মাত্র তিন মাস আগে মারা যান কনিকার বাবা। এরপর দুই মেয়েকে নিয়ে জীবনযুদ্ধে নামেন তিনি। গোবরাতলা ইউনিয়নের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান আসজাদুর রহমান মান্নু জানান, স্বামী মারা যাওয়ার পর মা অঞ্জলি রানী ঘোষ মেয়েকে নিয়ে মাটির হাঁড়িপাতিল তৈরি করে অতিকষ্টে জীবনযাপন করছিলেন। কনিকার বিয়েও ঠিক হয়েছিল। কথা ছিল এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার পরই তার বিয়ে হবে। এলাকাবাসী ঘাতক মালেকের ফাঁসির দাবি জানিয়েছেন।

এ ঘটনায় শুক্রবার সন্ধ্যার পর নিহত কনিকা রানী ঘোষের মা অঞ্জলি রানী ঘোষ সদর মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা করেছেন।